এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ক নির্দেশিকা

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

মার্চ-২০০৭

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

১ম ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

নং বিটিসি/বাঃপ্রঃ/শিঃনীঃ/৭৯/০৫ তারিখঃ ০৮-০৩-২০০৭ ইং

নির্দেশিকা

বিষয় ঃ ডাম্পিং সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি এবং বাংলাদেশের এ সংক্রান্ত বিধি

আমদানিকৃত অনেক পণ্য রপ্তানিকারক দেশের বাজার দর অপেক্ষা কম দামে বাংলাদেশে আমদানি করা হয় মর্মে বিভিন্ন সময় অভিযোগ করা হয়ে থাকে। রপ্তানিকারক দেশের এ ধরনের রপ্তানি ডাম্পিং হিসেবে পরিগণিত হয়। এরূপ ডাম্পিংকৃত পণ্য বাংলাদেশের বাজার দখল করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্থানীয় শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এমতাবস্থায়, বিশ্বায়নের এ যুগে মুক্ত বাজার অর্থনীতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তির শর্তানুযায়ী Fair Trade বা নৈতিক বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য ডাম্পিংকৃত পণ্যের উপর ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক (Anti-dumping Duty) আরোপের বিধান রাখা হয়েছে। তবে ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের পূর্বে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এ সংক্রান্ত চুক্তির শর্তানুযায়ী সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পকে যথাযথ তথ্যপ্রমাণসহ আবেদন করতে হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এ সংক্রান্ত চুক্তির শর্তানুযায়ী তদন্তকাজ পরিচালনা করতে হয়।

১.০০ **ডাম্পিং (Dumping) কি?**

১.০১ যদি কোন পণ্য কোন দেশ বা অঞ্চল হতে এর স্বাভাবিক মূল্য হতে কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয় তবে সেই পণ্য বাংলাদেশে ডাম্পিং করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

১.০২ ধরা যাক কোন পণ্য 'ক' দেশের বাজারে স্বাভাবিক বাজার মূল্য হিসেবে ১০ মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়। উক্ত দেশের বাজারে বিক্রির ক্ষেত্রে অন্যান্য সাধারণ খরচ, বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ, প্রশাসনিক খরচ, মুনাফা ইত্যাদি বাদ দিয়ে পণ্যটির এক্স-ফ্যাক্টরী মূল্য ৭ মার্কিন ডলার হলো। পক্ষান্তরে 'ক' দেশ হতে বাংলাদেশে রপ্তানি করার সময় পণ্যটি ৮ মার্কিন ডলার রপ্তানি মূল্যে রপ্তানি করা হয়েছে বলে ইনভয়েসে উল্লেখ রয়েছে। আমদানিকারক দেশের বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রে শিপিং খরচ, অন্যান্য সাধারণ খরচ, বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ, প্রশাসনিক খরচ, মুনাফা ইত্যাদি বাদ দিয়ে পণ্যটির এক্স-ফ্যাক্টরী মূল্য ৪ মার্কিন ডলার হলো। এ ক্ষেত্রে পণ্যটি বাংলাদেশে ডাম্পিং হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। কারণ এক্স-ফ্যাক্টরী পর্যায়ে তুলনায় ৩ মার্কিন ডলার ডাম্পিং মার্জিন নির্ধারণ করা যাবে।

২.০০ **ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক (Anti-dumping Duty) আরোপ এর পূর্বশর্ত কি?**

২.০১ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সংশ্লিষ্ট চুক্তি ও বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত বিধি অনুযায়ী শুধুমাত্র ডাম্পিং হলে কোন পণ্যের উপর ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করা যায় না। ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার জন্য তিনটি বিষয় প্রমাণ করতে হবে: (১) দেশীয় শিল্প যে পণ্য উৎপাদন করে, বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্য ডাম্পিং এর মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়েছে, (২) দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি (Injury) হয়েছে এবং (৩) ডাম্পিংকৃত পণ্য আমদানির কারণেই উক্ত স্বার্থহানি হয়েছে (Causal Link)। উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে তদন্ত কাজ পরিচালনা করতে হবে এবং তদন্তে তিনটি বিষয়ে চেয়ারম্যান নিশ্চিত হলে ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করতে পারবে।

৩.০০ বিধিমতে বাংলাদেশে ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের প্রক্রিয়া কি?

৩.০১ Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর section 18B এর sub-section (6) এবং section 18C এর sub-section (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার শুল্ক-বহিঃ শুল্ক (ডাম্পকৃত পণ্যের সনাক্তকরণ, শুল্কায়ন ও ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ **(সংলাগ-১)** প্রণয়ন করে। উক্ত বিধিমালার বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (Bangladesh Tariff Commission) এর চেয়ারম্যানকে, উক্ত বিধিমালার আলোকে ডাম্পিং এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পের তথ্যপ্রমাণসহ আবেদন গ্রহণ ও তদন্তকাজ পরিচালনার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (Designated Authority) হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেছে। যথাযথ তথ্যপ্রমাণসহ আবেদন পেলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তদন্তকাজ পরিচালনা করবে এবং সঠিক অভিযোগের ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত বিধি অনুযায়ী ডাম্পিং এর মাত্রা নির্ধারণ করে তদানুযায়ী ডাম্পিং এর কারণে অভিযুক্ত পণ্যের উপর ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (National Board of Revenue – NBR) নিকট সুপারিশ করবে।

৪.০০ ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের আবেদনের জন্য তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়া কি?

৪.০১ ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার আবেদনের জন্য আবেদনকারী দেশীয় শিল্পকে ডাম্পিংকৃত পণ্য সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে হয়। পণ্যটির রপ্তানিকারক দেশে মূল্য এবং বাংলাদেশে এর রপ্তানি মূল্য সংক্রান্ত প্রমাণ পেশ করতে হয়, যাতে ডাম্পিং এর বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। দেশীয় শিল্প ডাম্পিং এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে/হচ্ছে/হওয়ার আশংকা করছে তা প্রমাণের জন্য তাঁদের উৎপাদন ও বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে হয় যাতে ক্ষতির বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত বিধিমালার বিধি ৫ এর উপ-বিধি ২ এ উক্ত তথ্যপ্রমাণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ছকে **(সংলাগ-২)** ডাম্পিং এর অভিযোগ সংক্রান্ত আবেদনপত্রের সমর্থনে তথ্য প্রদানের বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বিধিমতে Questionnaire for Complainants নামক নির্ধারিত ছকে তথ্যপ্রমাণ প্রদানের জন্য আবেদনকারী দেশীয় শিল্পকে অনুরোধ করে যা যথাসম্ভব পূরণ করে কমিশনে প্রেরণ করলে দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষায় তদন্তকাজ পরিচালনা সম্ভবপর হয়। ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার জন্য আবেদন করলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন হতে আবেদনকারীকে নির্ধারিত ছক এবং তা পূরণ সংক্রান্ত গাইড এর কপি সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া Questionnaire for Complainants এবং তা পূরণ সংক্রান্ত গাইড বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের ওয়েবসাইটের নিম্নোক্ত লিংক হতে ডাউনলোড করা যায় ঃ
http://www.bdtariffcom.org/download/Questionnaire.doc

৫.০০ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির প্রকৃতি কিরূপ এবং এগুলোর উৎসসমূহ কি?

৫.০১ ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার গ্রহণযোগ্য আবেদনের জন্য নিম্নোক্ত তথ্যাদি যথাসম্ভব প্রাপ্তির প্রচেষ্টা করতে হয় ঃ

- আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়—আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত।
- ডাম্পকৃত পণ্যের অনুরূপ দেশীয় পণ্যের মোট দেশীয় উৎপাদন ও মূল্য—আবেদনকারী/অনুরূপ দেশীয় পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পসমূহের সংগঠন/দেশীয় শিল্পের উৎপাদনের রেকর্ড সংরক্ষণ করে এমন সরকারী প্রতিষ্ঠান (যেমন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট সংক্রান্ত শাখা)।
- অভিযুক্ত ডাম্পিংকৃত পণ্যটি সংক্রান্ত বর্ণনা—আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত।

- ডাম্পিংকৃত পণ্যটির রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারী দেশ—আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত/আমদানির তথ্য সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য ডাটাবেইজ।
- ডাম্পিংকৃত পণ্যটির রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারীগণকে যথাসাধ্যভাবে চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত তথ্য—আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত/শুল্ক বিভাগ হতে সংগৃহীত আমদানি সংক্রান্ত ইনভয়েস/বাংলাদেশের আমদানিকারকের সূত্রে প্রাপ্ত।
- ডাম্পিংকৃত পণ্যটির আমদানিকারকগণের তালিকা—আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত/শুল্ক বিভাগ হতে সংগৃহীত আমদানি সংক্রান্ত ইনভয়েস/বাংলাদেশের আমদানিকারকের সূত্রে প্রাপ্ত।
- ডাম্পিংকৃত পণ্যটির রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারী দেশের বাজারে পণ্যটির স্বাভাবিক বিক্রয়মূল্য (Normal Value)—আবেদনকারী উক্ত দেশে গিয়ে পণ্যটি ক্রয় করে ক্যাশমেমো প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। কোন কারণে এ উপায়ে মূল্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে পণ্যটি রপ্তানিকারক দেশে কারখানায় উৎপাদন করতে কত খরচ হয় তা উপযুক্ত প্রমাণসহ সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই উপায়েও মূল্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ডাম্পিংকৃত পণ্যটি যে দেশ হতে রপ্তানি করা হয় সে দেশ হতে বাংলাদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশে কি মূল্যে রপ্তানি করা হয় তা উপযুক্ত প্রমাণসহ সংগ্রহ করা যেতে পারে।
- কি পরিমাণ ডাম্পিং হয়েছে (Dumping Margin) তার পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য ডাম্পিংকৃত পণ্যটির বাংলাদেশে রপ্তানিমূল্য (ন্যায়সঙ্গত তুলনার জন্য স্বাভাবিক বিক্রয়মূল্য ও রপ্তানিমূল্য ব্যবসার একই পর্যায়ে (Same level of trade) হিসাব করতে হবে)—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/শুল্ক বিভাগ হতে সংগৃহীত রপ্তানিমূল্য সংক্রান্ত ইনভয়েস (এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সহায়তার প্রয়োজন পড়লে কমিশন তা প্রদান করবে)। কোন কারণে এ উপায়ে মূল্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ডাম্পকৃত পণ্যটি বাংলাদেশে কত দামে পাইকারী/খুচরা বাজারে বিক্রয় করা হয় তা ক্যাশমেমোসহ সংগ্রহ করে বিক্রয়জনিত খরচ বাদ দিয়ে ডাম্পিংকৃত পণ্যটি কত মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয়েছে তা নির্ণয় করা যেতে পারে।
- অভিযুক্ত ডাম্পিংকৃত পণ্যের বাংলাদেশের বাজারে পরিমাণের ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত তথ্য—আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত/আমদানির তথ্য সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য ডাটাবেইজ/ বাংলাদেশের আমদানিকারকের সূত্রে প্রাপ্ত।
- ডাম্পিং এর কারণে বাংলাদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থহানি সংক্রান্ত তথ্য। উদাহরণস্বরূপ—বিক্রি, মুনাফা, উৎপাদন, বাজারের শেয়ার, উৎপাদনশীলতা, বিনিয়োগের উপর আয়, উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার, কর্মসংস্থান, মজুরী, প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি হ্রাস পাওয়া সংক্রান্ত তথ্য—আবেদনকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত।

৬.০০ **দেশীয় শিল্প হিসেবে ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের আবেদনকারীর যোগ্যতা কি ?**

৬.০১ দেশীয় শিল্প (Domestic Industry) অর্থ অনুরূপ পণ্য উৎপাদন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল দেশীয় উৎপাদনকারী অথবা যারা অনুরূপ পণ্যের মোট দেশীয় উৎপাদনের অধিকাংশ সম্মিলিতভাবে উৎপাদন করে। তবে যে সব দেশীয় উৎপাদনকারীগণ ডাম্পিং এর কারণে অভিযুক্ত পণ্যের আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের সাথে সম্পর্কিত, অথবা নিজেরাই এর আমদানিকারক, সে সকল ক্ষেত্রে তারা দেশীয় শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে না। উল্লেখ্য বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্যের উৎপাদনকারী অথবা কোন ব্যবসা বা বণিক সমিতি যার অধিকাংশ সদস্য বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্য উৎপাদন করে, তাঁরা ডাম্পিং এর অভিযোগ তদন্তকালীন সময়ে আগ্রহী পক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৬.০২ ডাম্পিংকৃত অনুরূপ পণ্যের দেশীয় উৎপাদনকারীদের আবেদনপত্রের সপক্ষে বা বিপক্ষে সমর্থনের মাত্রা পরীক্ষার ভিত্তিতে নিরূপণ করা হবে যে, আবেদনপত্রটি দেশীয় শিল্প কর্তৃক বা উহার পক্ষে দাখিল করা হয়েছে কি না। ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার আবেদন করার জন্য আবেদনপত্রটি সুস্পষ্টভাবে সমর্থনকারীদের অনুরূপ পণ্যের মোট দেশীয় উৎপাদনের পঁচিশ শতাংশ বা এর অধিক পণ্য উৎপাদন করতে হবে। যদি দেশীয় শিল্পের একটি অংশ আবেদনের বিরোধিতা করে, তবে সমর্থনকারীদের উৎপাদনের পরিমাণ সমর্থনকারী ও বিরোধিতাকারীদের মোট উৎপাদনের পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হতে হবে।

৬.০৩ ধরা যাক,

আবেদনকারীর উৎপাদনের পরিমাণ মোট দেশীয় উৎপাদনের 'ক' শতাংশ

আবেদন সমর্থনকারীদের উৎপাদনের পরিমাণ মোট দেশীয় উৎপাদনের 'খ' শতাংশ

আবেদন বিরোধিতাকারীদের উৎপাদনের পরিমাণ মোট দেশীয় উৎপাদনের 'গ' শতাংশ

আবেদন সমর্থন বা বিরোধিতা কিছুই করে না এমন দেশীয় শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ মোট দেশীয় উৎপাদনের 'ঘ' শতাংশ

অর্থাৎ, ক + খ + গ + ঘ = ১০০

এখন ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার আবেদন বিবেচিত হবে যদি,

(১) ক + খ এর পরিমাণ ক + খ + গ + ঘ এর ২৫ শতাংশের সমান বা এর অধিক হয়, এবং

(২) ক + খ এর পরিমাণ ক + খ + গ এর পঞ্চাশ শতাংশের অধিক হয়।

৭.০০ <u>আবেদনে প্রদত্ত তথ্যের গোপনীয়তা কি রক্ষা করা হয়?</u>

৭.০১ তদন্তকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত তদন্তকারী কর্তৃপক্ষকে কোন পক্ষ (যেমন, দেশীয় শিল্প) গোপনীয় হিসেবে কোন তথ্য প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ গোপনীয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে প্রদত্ত তথ্যপ্রমাণাদি গোপনীয় হিসেবে বিবেচনা করবে এবং ক্ষেত্রমতে আবেদনকারী বা এরূপ তথ্য প্রদানকারী পক্ষের অনুমতি ছাড়া এগুলো প্রকাশ করবে না।

৮.০০ <u>ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার জন্য ডাম্পিংকৃত অনুরূপ পণ্য (Like Product) কি ?</u>

৮.০১ "অনুরূপ পণ্য" অর্থ এরূপ পণ্য যা বাংলাদেশে ডাম্পিং এর অভিযোগে তদন্তাধীন পণ্যের হুবহু একই রকমের অথবা প্রায় সব দিক হতে একই রকম অথবা, এরূপ পণ্যের অবর্তমানে, অন্য কোন পণ্য যা সব দিক হতে একই রকম না হলেও তদন্তাধীন পণ্যের সাথে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যপূর্ণ।

৯.০০ <u>ডাম্পিং এর কারণে স্বার্থহানি বলতে কি বুঝায় ?</u>

৯.০১ বিধি অনুযায়ী ডাম্পিং এর কারণে স্বার্থহানি বলতে নিম্নোক্ত যে কোন বিষয় বিবেচনা করা হয় ঃ

- ডাম্পিংকৃত পণ্য কোন নির্ধারিত দেশ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের আমদানি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পের স্বার্থহানি করেছে কিনা, অথবা
- ডাম্পিংকৃত পণ্য কোন নির্ধারিত দেশ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের আমদানি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পের প্রতি স্বার্থহানির হুমকি সৃষ্টি করেছে কিনা, অথবা
- ডাম্পিংকৃত পণ্য কোন নির্ধারিত দেশ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের আমদানি বাংলাদেশে কোন শিল্প স্থাপনে গুরুতর অন্তরায় সৃষ্টি করেছে কি না।

৯.০২ **স্বার্থহানি নিরূপণের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে যেসব বিষয় প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করতে হয় ঃ**

(১) দেশীয় উৎপাদন ও ভোগের তুলনায় ডাম্পিংকৃত আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া,

(২) স্থানীয় বাজারে ডাম্পিংকৃত আমদানির ফলে বাংলাদেশের অনুরূপ পণ্যের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে কি না অথবা অন্য কোনভাবে মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নগামী হয়েছে কি না অথবা মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ব্যাহত হয়েছে কি না, এবং

(৩) উক্ত পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনকারীদের উপর ডাম্পিংকৃত আমদানির বিরূপ প্রভাবের কারণে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া।

উল্লেখ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ ডাম্পিংকৃত আমদানি ছাড়াও অন্যান্য জ্ঞাত যে সব বিষয় একই সময়ে দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি ঘটাচ্ছে তাও পরীক্ষা করে দেখবে, এবং ঐ সব বিষয়জনিত স্বার্থহানির জন্য ডাম্পিংকৃত আমদানিকে দায়ী করবে না।

৯.০৩ স্বার্থহানির হুমকির সম্ভাবনা তথ্যের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে, শুধু অভিযোগ, অনুমান বা সুদূর সম্ভাবনার ভিত্তিতে স্বার্থহানি বিবেচনা করে আবেদন করা সমীচীন নয়। এমন ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে প্রধানতঃ নিম্নের বিষয়গুলিও বিবেচ্য ঃ

(১) বাংলাদেশে ডাম্পিংকৃত আমদানির উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি যা অধিক পরিমাণ বর্ধিত আমদানির সম্ভাবনা নির্দেশ করে,

(২) রপ্তানিকারকের যথেষ্ট অবাধে হস্তান্তরযোগ্য অথবা আশু উল্লেখযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি যা বাংলাদেশের বাজারে অধিকতর ডাম্পিংকৃত রপ্তানির সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে। তবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছাড়াও অন্যান্য রপ্তানি বাজার কর্তৃক অতিরিক্ত রপ্তানি আত্মীকরণের ক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে,

(৩) আমদানিকৃত পণ্য এরূপ মূল্যে আনা হচ্ছে যা স্থানীয় মূল্যের উপর উল্লেখযোগ্য মন্দাভাব বা নিম্নগামী প্রভাব সৃষ্টি করে এবং যা আরও আমদানির চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে, এবং

(৪) তদন্তাধীন পণ্যের মজুত।

১০.০০ **ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় ?**

১০.০১ ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করার পূর্ব পর্যন্ত বিধি অনুযায়ী নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় ঃ

- দেশীয় শিল্প কর্তৃক ডাম্পিং এর কারণে স্বার্থহানি হয়েছে এমন অভিযোগসম্বলিত আবেদনপত্র বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর দাখিল।
- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আবেদনপত্রের সমর্থনে তথ্যপ্রমাণাদি প্রেরণের জন্য Questionnaire for Complainants নামক নির্ধারিত ছক আবেদনকারীকে প্রেরণ।
- নির্ধারিত ছকে প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণাদি চাহিদা অনুযায়ী প্রেরিত হয়েছে কিনা তা বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক পরীক্ষাকরণ।
- প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণাদি চাহিদা অনুযায়ী প্রেরিত না হলে তা পুনঃপ্রেরণের জন্য আবেদনকারীকে অনুরোধ।

- প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণাদি চাহিদা অনুযায়ী প্রেরিত হলে ডাম্পিংকৃত পণ্যের রপ্তানিকারক দেশের সরকারকে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তদন্ত আরম্ভ করার পূর্বে অবহিত করবে।

- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আবেদনপত্রের সমর্থনে প্রেরিত তথ্য প্রমাণাদির নির্ভরযোগ্যতা ও পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে পরীক্ষা করবে।

- অভিযোগের যথার্থতা সম্বন্ধে প্রাথমিক প্রমাণ পেলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তদন্ত আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, অথবা প্রাথমিক প্রমাণ না পেলে আবেদন অগ্রাহ্য করবে।

- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তদন্ত আরম্ভ করার পূর্বে আবেদনটিতে দেশীয় শিল্পের পর্যাপ্ত সমর্থন আছে কি না তা পরীক্ষা করবে।

- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তদন্ত আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এই সম্পর্কে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারী করবে যাতে প্রাপ্ত অভিযোগ ও তদন্ত সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য থাকবে। জারীকৃত গণবিজ্ঞপ্তির কপি ডাম্পিং-এর অভিযোগাধীন পণ্যের রপ্তানিকারক, রপ্তানিকারক দেশের সরকার ও অন্যান্য আগ্রহী পক্ষকে প্রদান করা হবে। তাছাড়া আবেদনপত্রের কপি রপ্তানিকারকগণ অথবা তাদের বণিক সমিতি, রপ্তানিকারক দেশের সরকার এবং লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে অন্য যে কোন আগ্রহী পক্ষকে সরবরাহ করা হবে।

- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারী করে নির্ধারিত ছকে রপ্তানিকারক, বিদেশী উৎপাদনকারী, আমদানিকারক এবং অন্যান্য আগ্রহী পক্ষের নিকট হতে তথ্য আহবান করবে এবং উক্ত তথ্য বিজ্ঞপ্তি জারীর ত্রিশ দিনের মধ্যে, অথবা উপযুক্ত কারণের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে প্রদান করতে হবে।

- বিভিন্ন পক্ষ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত অভিযোগের যথার্থতা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন একটি প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে ডাম্পিংকৃত পণ্যের উপর ডাম্পিং এর মাত্রার অনধিক পরিমাণ সাময়িক শুল্ক আরোপের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সুপারিশ প্রেরণ করবে যাতে দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানির সাময়িক প্রতিকার হয়। তবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক তদন্ত আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গণবিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হতে ষাট দিন উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে এরূপ শুল্ক আরোপ করা যাবে না। এরূপ শুল্ক অনধিক ছয় মাস মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং সরকার প্রয়োজন মনে করলে উক্ত মেয়াদ অনধিক তিন মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবে। এরূপ শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে প্রেরণ করা হবে।

- প্রাথমিক প্রমাণ প্রাপ্তি ও সাময়িক শুল্ক আরোপের পর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন অধিকতরভাবে প্রাপ্ত অভিযোগের যথার্থতা বিচারের জন্য তদন্তকাজ অব্যাহত রাখবে এবং আরো তথ্য সংগ্রহ করবে। তবে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তদন্ত আরম্ভ করার এক বৎসরের মধ্যে তদন্তাধীন পণ্য ডাম্পিং হয়েছে কিনা তা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করবে এবং সরকারের নিকট চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করবে ও ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সুপারিশ প্রেরণ করবে । তবে সরকার ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে উল্লেখিত সময়সীমা ছয় মাস পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারবে।

- বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের তিন মাসের মধ্যে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, চূড়ান্ত রিপোর্টের আওতাভুক্ত পণ্য বাংলাদেশে আমদানির উপর ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করতে পারবে এবং উক্ত শুল্কের পরিমাণ নির্ণীত ডাম্পিং এর মাত্রার অধিক হবে না।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন অনুযায়ী দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে ভূমিকা পালন করে। জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশীয় শিল্পকে ডাম্পিং এর কারণে সৃষ্ট অসম প্রতিযোগিতা থেকে টিকিয়ে রাখার জন্য এন্টিডাম্পিং সংক্রান্ত বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সরকার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এফবিসিসিআই ও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সমন্বয়ে ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করেছে। উক্ত কমিটির সহায়তায় বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে এন্টিডাম্পিং সংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী দেশীয় শিল্পকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে নিয়োজিত আছে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাথে যোগাযোগ

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন

১ম ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন (১০ম এবং ১২তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ চেয়ারম্যান-৮৩১৪৫৪২

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ঃ ৯৩৩৫৯৯৩, ৯৩৩৫৯৯৪, ৯৩৩৬৪৪৭, ৯৩৩৫৯৩৫
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৮৩১৫৬৮৫

ওয়েব পোর্টাল ঃ http://www.bdtariffcom.org

ই-মেইল ঃ btariff@intechworld.net

এন্টিডাম্পিং কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিভাষা (Glossary of Terms)

আগ্রহী পক্ষ (Interested Party) ঃ (১) বাংলাদেশে ডাম্পিং এর অভিযোগে তদন্তাধীন পণ্যের রপ্তানিকারক বা বিদেশী উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক, অথবা কোন ব্যবসায় বা বণিক সমিতি যার অধিকাংশ সদস্য উক্ত পণ্যের উৎপাদনকারী, রপ্তানিকারক বা আমদানিকারক; (২) রপ্তানিকারক দেশের সরকার; এবং (৩) বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্যের উৎপাদনকারী অথবা কোন বণিক সমিতি যার অধিকাংশ সদস্য বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্য উৎপাদন করে।

ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক (Anti-Dumping Duty) ঃ ডাম্পকৃত পণ্যের উপর তদন্ত সাপেক্ষে নির্ণীত ও আরোপিত শুল্ক।

কার্যকারণ সম্পর্ক (Causal Link) ঃ ডাম্পিং এর কারণে কোন শিল্পের স্বার্থহানি হওয়া।

স্বাভাবিক মূল্য (Normal Value) ঃ ডাম্পকৃত পণ্যটির রপ্তানিকারক দেশের বাজারে এর মূল্য (উক্ত দেশের বাজারে বিক্রির ক্ষেত্রে অন্যান্য সাধারণ খরচ, বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ, প্রশাসনিক খরচ, মুনাফা ইত্যাদি বাদ দিয়ে পণ্যটির এক্স-ফ্যাক্টরী পর্যায়ে মূল্য) অথবা তৃতীয় কোন দেশে রপ্তানিকারক দেশ হতে উক্ত পণ্যটির রপ্তানিমূল্য (আমদানিকারক তৃতীয় দেশের বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রে শিপিং খরচ, অন্যান্য সাধারণ খরচ, বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ, প্রশাসনিক খরচ, মুনাফা ইত্যাদি বাদ দিয়ে পণ্যটির এক্স-ফ্যাক্টরী পর্যায়ে মূল্য) অথবা লাভসহ রপ্তানিকারক দেশের ফ্যাক্টরীতে উক্ত পণ্যটির উৎপাদন খরচ।

রপ্তানি মূল্য (Export Price) ঃ ডাম্পকৃত পণ্যটি যে মূল্যে রপ্তানিকারক দেশ হতে রপ্তানি করা হয়েছে (আমদানিকারক দেশের বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রে শিপিং খরচ, অন্যান্য সাধারণ খরচ, বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ, প্রশাসনিক খরচ, মুনাফা ইত্যাদি বাদ দিয়ে পণ্যটির এক্স-ফ্যাক্টরী পর্যায়ে মূল্য)।

ডাম্পিং এর মাত্রা (Dumping Margin) ঃ ব্যবসার একই পর্যায়ে (ফ্যাক্টরীতে উৎপাদনের বা এক্স-ফ্যাক্টরী পর্যায়ে) হিসাবকৃত পার্থক্য যা অতিরিক্ত স্বাভাবিক মূল্য নির্দেশ করে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (Designated Authority) ঃ ডাম্পিং সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ, বিধি মোতাবেক তদন্তকাজ পরিচালনা এবং ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপের সুপারিশ প্রদানকারী সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ (বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ)।

নগণ্য মাত্রার ডাম্পিং (Deminimise Dumping) ঃ (১) ডাম্পিং এর মাত্রা রপ্তানি মূল্যের দুই শতাংশ অপেক্ষা কম; অথবা, (২) কোন নির্দিষ্ট দেশ হতে ডাম্পিং এর পরিমাণ অনুরূপ পণ্যের মোট আমদানির তিন শতাংশের কম। তবে এককভাবে অনুরূপ পণ্যের তিন শতাংশের কম আমদানির সাথে জড়িত দেশগুলি যৌথভাবে অনুরূপ পণ্যের সাত শতাংশের অধিক আমদানির সাথে জড়িত থাকলে তা নগণ্য মাত্রার ডাম্পিং হিসেবে পরিগণিত হয় না। নগণ্য মাত্রার ডাম্পিং এর ক্ষেত্রে কোন তদন্তকাজ পরিচালনা করা যায় না।

মূল্য বিষয়ক মুচলেকা (Price Undertaking) ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত লিখিত মুচলেকা যাতে উল্লেখ থাকে যে ডাম্পিংকৃত পণ্যের মূল্য এরূপ সংশোধন করা হবে যার ফলে আর কখনও ডাম্পিংকৃত মূল্যে উক্ত পণ্য রপ্তানি করা হবে না অথবা উক্ত পণ্যের মূল্য এরূপ সংশোধন করা হবে যার ফলে ডাম্পিংজনিত স্বার্থহানি দূরীভূত হবে।

সংলাগ- ১ ও ২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ঢাকা

(শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৬-০৮-১৪০২ বাং/ ৩০-১১-১৯৯৫ ইং

এস.আর.ও নং ২০৯-আইন/৯৫/১৬৪২/শুল্ক।—Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর *[section 18B এর sub-section (6) এবং section 18C এর sub-section (2)] এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।**—এই বিধিমালা বহিঃশুল্ক (ডাম্পকৃত পণ্য সনাক্তকরণ, শুল্কায়ন ও ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আদায় এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "অনুরূপ পণ্য" অর্থ এইরূপ পণ্য যাহা বাংলাদেশে ডাম্পিং এর অভিযোগে তদন্তাধীন পণ্যের হুবহু একই প্রকারের অথবা প্রায় সকল দিক হইতে একই রকম অথবা, এইরূপ পণ্যের অবর্তমানে, অন্য কোন পণ্য যাহা সকল দিক হইতে একই রকম না হইলেও তদন্তাধীন পণ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রহিয়াছে;

(খ) "আইন" অর্থ Customs Act, 1969 (IV of 1969);

(গ) "আগ্রহী পক্ষ" অর্থ—

(অ) বাংলাদেশে ডাম্পিং এর অভিযোগে তদন্তাধীন পণ্যের রপ্তানিকারক বা বিদেশী উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক, অথবা কোন ব্যবসায় বা বণিক সমিতি যাহার অধিকাংশ সভ্য উক্ত পণ্যের উৎপাদনকারী, রপ্তানিকারক বা আমদানিকারক;

(আ) রপ্তানিকারক দেশের সরকার; এবং

(ই) বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্যের উৎপাদনকারী অথবা কোন ব্যবসায় বা বণিক সমিতি যাহার অধিকাংশ সভ্য বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্য উৎপাদন করে;

(ঘ) "ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক" অর্থ ডাম্পকৃত পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক;

(ঙ) "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ বিধি ৩ এর অধীন নিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ;

(চ) "নির্ধারিত দেশ" অর্থ কোন দেশ বা *[টেরিটরি] যাহা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation) এর সভ্য, এবং যাহাদের সহিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত জাতি হিসাবে সুবিধা প্রদানের বিষয়ে চুক্তি রহিয়াছে সেই সকল দেশ ও *[টেরিটরি] ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) "পরিশিষ্ট" অর্থ এই বিধিমালার কোন পরিশিষ্ট;

(জ) "সাময়িক শুল্ক" অর্থ আইন এর section 18B এর sub-section (2) এর অধীন আরোপিত ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক;

(ঝ) "স্থানীয় শিল্প" অর্থ অনুরূপ পণ্য উৎপাদন ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট যে কোন কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল দেশীয় উৎপাদনকারী অথবা যাহারা অনুরূপ পণ্যের মোট দেশীয় উৎপাদনের অধিকাংশ সম্মিলিতভাবে উৎপাদন করে; তবে যে সকল ক্ষেত্রে দেশীয় উৎপাদনকারী ডাম্পিং এর জন্য অভিযুক্ত পণ্যের আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের সহিত সম্পর্কিত অথবা তাহারা নিজেরাই উহার আমদানিকারক সেই সকল ক্ষেত্রে তাহারা স্থানীয় শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ১১ এর উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে উপরোক্ত পণ্যের দুই বা ততোধিক প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং উক্তরূপ প্রতিটি বাজারভুক্ত উৎপাদনকারীগণ একটি স্বতন্ত্র শিল্প হিসাবে বিবেচিত হইবে, যদি—

(অ) এই ধরনের বাজারের অন্তর্ভুক্ত উৎপাদনকারীগণ তাহাদের উৎপাদিত সমুদয় অথবা প্রায় সমুদয় উৎপাদিত পণ্য সেই বাজারে বিক্রয় করে; এবং

(আ) বাজারের চাহিদা মিটানোর জন্য বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত উক্ত পণ্য উৎপাদনকারীগণ কর্তৃক উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সরবরাহ করা না হয়।

৩। **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ নিয়োগ।**—(১) সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহে এইরূপ কোন সরকারী কর্মকর্তাকে এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের চাকুরীর শর্তাবলী ও সুযোগ-সুবিধাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৪। **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ইত্যাদি।**—দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ—

(ক) কোন পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অভিযোগকৃত ডাম্পিং এর অস্তিত্ব, মাত্রা ও প্রভাব সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠান;

(খ) ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য সনাক্তকরণ;

(গ) সরকারের নিকট নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান, যথা ঃ—

(অ) তদন্তাধীন পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য, রপ্তানি মূল্য এবং ডাম্পিং এর মাত্রা; এবং

(আ) নির্ধারিত দেশসমূহ হইতে উক্ত পণ্য আমদানির ফলে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির আশঙ্কা অথবা বাংলাদেশে কোন শিল্প স্থাপনে বাস্তব অন্তরায়;

(ঘ) স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি দূরীকরণার্থে ডাম্পিং বিরোধী শুল্কের পরিমাণ ও উহা প্রবর্তনের তারিখ সম্পর্কে সুপারিশকরণ; এবং

(ঙ) ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনাকরণ।

৫। **তদন্ত আরম্ভকরণ।**—(১) উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত ব্যতিক্রম ব্যতীত, কেবলমাত্র স্থানীয় শিল্প কর্তৃক অথবা উহার পক্ষে দাখিলকৃত লিখিত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অভিযোগকৃত ডাম্পিং এর অস্তিত্ব মাত্রা এবং প্রভাব সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে, যথা ঃ–

(ক) ডাম্পিং,

(খ) স্বার্থহানি, যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং

(গ) ডাম্পিংকৃত আমদানি ও স্বার্থহানির অভিযোগের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক, যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে কোন তদন্ত আরম্ভ করিবে না, যতক্ষণ না—

(ক) অনুরূপ পণ্যের দেশীয় উৎপাদনকারীদের আবেদনপত্রের সপক্ষে বা বিপক্ষে সমর্থনের মাত্রা পরীক্ষার ভিত্তিতে নিরূপিত হয় যে, আবেদনপত্রটি স্থানীয় শিল্প কর্তৃক বা উহার পক্ষে দাখিল করা হইয়াছে এবং আবেদনপত্রের সুস্পষ্ট সমর্থনকারী দেশীয় উৎপাদনকারী স্থানীয় শিল্প কর্তৃক অনুরূপ পণ্যের মোট উৎপাদনের পঁচিশ শতাংশ বা উহার অধিক পণ্য উৎপাদন করে; এবং

(খ) আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত প্রমাণাদির সত্যতা ও যথার্থতা পরীক্ষার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয় যে, উহাতে উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণাদি রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা।—এই বিধির উদ্দেশ্যে স্থানীয় শিল্প অথবা উহার পক্ষে আবেদনপত্র দাখিল করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহা সেই সকল দেশীয় উৎপাদনকারী দ্বারা সমর্থিত হয় যাহাদের অনুরূপ পণ্যের সম্মিলিত উৎপাদন স্থানীয় শিল্পের যে অংশ আবেদনপত্র সমর্থন বা, ক্ষেত্রমত, বিরোধিতা করে, উহার মোট উৎপাদনের পঞ্চাশ শতাংশের অধিক।

*[(৪) "উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি ডাম্পিং, স্বার্থহানি এবং ডাম্পিংকৃত আমদানি ও স্বার্থহানি অভিযোগের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক সংক্রান্ত পর্যাপ্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্ত আরম্ভ করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয় তবে সেই ক্ষেত্রে, বিশেষ পরিস্থিতিতে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ স্থানীয় শিল্প কর্তৃক অথবা উহার পক্ষে দাখিলকৃত লিখিত আবেদন ব্যতিরেকেই উক্তরূপ বিষয়ে তদন্ত আরম্ভকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।";]

(৫) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ রপ্তানিকারী দেশের সরকারকে তদন্ত আরম্ভ করার পূর্বে অবহিত করিবে।

৬। **তদন্ত পরিচালনার নীতিমালা।**—(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কোন পণ্যের অভিযোগকৃত ডাম্পিং এর অস্তিত্ব, মাত্রা ও প্রভাব নির্ণয়ের জন্য তদন্ত আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে এই সম্পর্কে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারী করিবে যাহাতে, অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) সংশ্লিষ্ট পণ্য এবং পণ্য রপ্তানিকারক দেশ অথবা দেশসমূহের নাম;

(খ) তদন্ত আরম্ভ করার তারিখ;

(গ) যাহার ভিত্তিতে আবেদনপত্রে ডাম্পিং এর অভিযোগ আনীত হইয়াছে উহার বিবরণ;

(ঘ) যে সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্বার্থহানির অভিযোগ আনীত হইয়াছে উহার সার-সংক্ষেপ;

(ঙ) আগ্রহী পক্ষদের লিখিত বক্তব্য প্রেরণের ঠিকানা; এবং

(চ) আগ্রহী পক্ষদের লিখিত বক্তব্য প্রেরণের সময়সীমা।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন জারীকৃত গণবিজ্ঞপ্তি কপি ডাম্পিং এর অভিযোগাধীন পণ্যের রপ্তানিকারক, রপ্তানিকারক দেশের সরকার ও অন্যান্য আগ্রহী পক্ষকে প্রদান করিতে হইবে।

(৩) বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত আবেদনপত্রের কপি নিম্নবর্ণিতদেরকে সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) রপ্তানিকারকগণ অথবা যে ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের সংখ্যা বেশী সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বণিক সমিতি;

(খ) রপ্তানিকারক দেশের সরকার; এবং

(গ) লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে, অন্য যে কোন আগ্রহী পক্ষ।

(৪) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া, নির্ধারিত ছকে, রপ্তানিকারক, বিদেশী উৎপাদনকারী এবং অন্যান্য আগ্রহী পক্ষের নিকট হইতে যে কোন তথ্য আহবান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ তথ্য উক্ত বিজ্ঞপ্তি জারীর ত্রিশ দিনের মধ্যে, অথবা উপযুক্ত কারণের ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে প্রদান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য আহ্বান করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের তারিখ হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে উহা জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, প্রাসঙ্গিক ও প্রযোজ্য হইলে, তদন্তাধীন পণ্যের শিল্পে ব্যবহারকারী এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে পণ্যটি সাধারণভাবে খুচরা বিক্রয় হইয়া থাকে সেইসকল ক্ষেত্রে ভোক্তা সমিতির প্রতিনিধিকে তদন্ত সম্পর্কিত স্বার্থহানি বিষয়ে তথ্যাদি প্রদানের সুযোগ প্রদান করিবে।

(৬) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কোন আগ্রহী পক্ষ অথবা তাহার প্রতিনিধিকে মৌখিকভাবে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে, তবে এইরূপ মৌখিক তথ্য কেবলমাত্র পরবর্তীতে লিখিতভাবে প্রদান করা হইলেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য গৃহীত হইবে।

(৭) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উহার নিকট কোন আগ্রহী পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি তদন্তে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য পক্ষকে প্রদান করিবে।

(৮) যদি কোন ক্ষেত্রে আগ্রহী পক্ষ যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি জানায় অথবা তদন্তে উল্লেখযোগ্য বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তবে সেই ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উহার রিপোর্ট প্রদান করিতে এবং সরকারের নিকট যেরূপ সঠিক মনে করিবে সেরূপ সুপারিশ প্রদান করিতে পারিবে।

৭। **গোপনীয় তথ্য।**—(১) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২), (৩) ও (৭), বিধি ১২ এর উপ-বিধি (২), বিধি ১৫ এ উপ-বিধি (৪) এবং বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (৪) এ যাহাই থাকুক না কেন, বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্রের অনুলিপি অথবা তদন্তকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে গোপনীয় হিসাবে কোন পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, উহাদের গোপনীয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইলে, গোপনীয় হিসাবে বিবেচনা করিবে, এবং, ক্ষেত্রমত, আবেদনকারী বা এইরূপ তথ্য প্রদানকারী পক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে উহা প্রকাশ করা যাইবে না।

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, গোপনীয়তা রক্ষার ভিত্তিতে তথ্য প্রদানকারী পক্ষসমূহকে উক্ত তথ্যের অগোপনীয় সারাংশ সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যদি উক্ত তথ্যের অগোপনীয় সারাংশ সরবরাহ করা সম্ভব না হয়, তবে উহার কারণ সম্বলিত একটি বিবরণী সংশ্লিষ্ট পক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহাই থাকুক না কেন, যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সন্দেহমুক্ত হয় যে গোপনীয়তার দাবী বিবেচনার যোগ্য নহে অথবা তথ্য সরবরাহকারী তথ্য প্রকাশে বা উহা সাধারণভাবে বা সারাংশ আকারে প্রকাশ অনুমোদন করিতে অনিচ্ছুক হয় তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত তথ্য অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।

৮। **তথ্যের নির্ভুলতা।**—দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তদন্তকালে আগ্রহী পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত যে তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট প্রদান করিবে উহার সঠিকতা সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হইবে।

৯। **নির্ধারিত দেশে তদন্ত অনুষ্ঠান।**—পরিস্থিতির বিশেষ প্রয়োজনে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ যে কোন নির্ধারিত দেশে তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিবে, এবং সংশ্লিষ্ট সরকারের সহিত যোগাযোগক্রমে তাহাদের এই ব্যাপারে আপত্তি নাই মর্মে নিশ্চিত হইবে।

১০। **স্বাভাবিক মূল্য, রপ্তানি মূল্য এবং ডাম্পিং এর মাত্রা নিরূপণ** ।– যদি কোন পণ্য কোন দেশ বা অঞ্চল হইতে বাংলাদেশে উহার স্বাভাবিক মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে রপ্তানি করা হয় তবে উক্ত পণ্য ডাম্পিং করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেই পরিস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য, রপ্তানি মূল্য এবং ডাম্পিং এর মাত্রা পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত নীতিমালা অনুসারে নিরূপণ করিবে।

১১। **স্বার্থহানি নিরূপণ।**—(১) ডাম্পিংকৃত পণ্য কোন নির্ধারিত দেশ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের আমদানি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পের স্বার্থহানি করিয়াছে কিনা অথবা স্বার্থহানির কারণ হইয়াছে কিনা অথবা কোন শিল্প স্থাপনে গুরুতর অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে কিনা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উহার রিপোর্টে তাহাও উল্লেখ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রিপোর্ট হাঁ সূচক হইলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি, স্বার্থহানির হুমকি, স্থানীয় শিল্প স্থাপনে গুরুতর অন্তরায় সৃষ্টি এবং ডাম্পিংকৃত আমদানি ও স্বার্থহানির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নিরূপণ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ডাম্পিংকৃত আমদানির পরিমাণ, অনুরূপ পণ্যের স্থানীয় বাজার মূল্যের উপর উহার প্রভাব, এবং উক্ত পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনকারীদের উপর পরবর্তী প্রভাবসহ সকল প্রাসংঙ্গিক তথ্য বিবেচনা এবং পরিশিষ্ট-২ এ বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করিবে।

(৩) স্থানীয় শিল্পের অধিকাংশের স্বার্থহানি না হওয়া সত্ত্বেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, ব্যতিক্রম ক্ষেত্র হিসাবে, স্বার্থহানির অস্তিত্ব সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করিতে পারিবে, যদি—

(ক) ডাম্পিংকৃত আমদানি একটি বিচ্ছিন্ন বাজারে প্রাধান্য বিস্তার করে, এবং

(খ) ডাম্পিংকৃত পণ্য উক্ত বাজারের সকল অথবা প্রায় সকল প্রস্তুতকারকের স্বার্থহানির কারণ হয়।

১২। **প্রাথমিক রিপোর্ট।**—(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ দ্রুত উহার তদন্ত সম্পাদন করিবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে রপ্তানি মূল্য, স্বাভাবিক মূল্য এবং ডাম্পিং এর মাত্রা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রণয়ন করিবে এবং উক্ত রিপোর্টে প্রাথমিকভাবে ডাম্পিং ও স্বার্থহানি নিরূপণে ব্যবহৃত ঘটনার বর্ণনা ও আইনের সর্বত্র যাহার ভিত্তিতে যুক্তি প্রমাণাদি গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার ও নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের বিবরণ থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) সরবরাহকারী অথবা উহা অসম্ভব হইলে সরবরাহকারী দেশের নামের তালিকা;

(খ) শুল্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পণ্যের পর্যাপ্ত বিবরণ;

*[(গ) ডাম্পিং এর মাত্রা এবং রপ্তানি মূল্য ও স্বাভাবিক মূল্য স্থিরকরণ ও তুলনার জন্য অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ সম্পর্কিত পূর্ণ বিবরণ ;]

(ঘ) স্বার্থহানি নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ; এবং

(ঙ) যে সকল প্রধান কারণের ভিত্তিতে স্বার্থহানি নিরূপিত হইয়াছে তাহার বিবরণ।

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উহার প্রাথমিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়া একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারী করিবে।

১৩। **সাময়িক শুল্ক আরোপ**।—সরকার, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে, ডাম্পিং এর মাত্রার অনধিক পরিমাণ সাময়িক শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গণবিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে ষাট দিন উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে এইরূপ শুল্ক আরোপ করা যাইবে না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ শুল্ক অনধিক ছয় মাস মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, তবে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে উক্ত মেয়াদ অনধিক তিন মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

১৪। **তদন্তের অবসান**।—দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া অবিলম্বে তদন্ত অবসান করিতে পারিবে, যদি—

(ক) যে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানির অভিযোগে তদন্ত আরম্ভ করা হইয়াছিল উক্ত শিল্প বা উহার পক্ষে তদন্ত অবসানের আবেদন জানান হয়;

(খ) তদন্তকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, তদন্ত অব্যাহত রাখার জন্য ডাম্পিং অথবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, স্বার্থহানির সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নাই;

(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরূপিত হয় যে, ডাম্পিং এর মাত্রা রপ্তানি মূল্যের দুই শতাংশ অপেক্ষা কম;

(ঘ) কোন নির্দিষ্ট দেশ হইতে প্রকৃত অথবা সুপ্ত ডাম্পিং এর পরিমাণ অনুরূপ পণ্যের আমদানির তিন শতাংশের কম হয়, যদি না এককভাবে অনুরূপ পণ্যের তিন শতাংশের কম আমদানির সহিত জড়িত দেশগুলি যৌথভাবে অনুরূপ পণ্যের সাত শতাংশের অধিক আমদানির সহিত জড়িত হয়; অথবা

(ঙ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরূপিত হয় যে, স্বার্থহানির পরিমাণ (যদি থাকে) নগণ্য।

১৫। **মূল্য বিষয়ক মুচলেকার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত স্থগিত অথবা অবসানকরণ**।—(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তদন্ত স্থগিত অথবা অবসান করিতে পারিবে, যদি সংশ্লিষ্ট পণ্যের রপ্তানিকারক—

(ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত মুচলেকা প্রদান করে যে, উক্ত পণ্যের মূল্য এইরূপ সংশোধন করা হইবে যাহার ফলে আর কখনও ডাম্পিংকৃত মূল্যে উক্ত পণ্য বাংলাদেশে রপ্তানি করা হইবে না; অথবা

(খ) নির্ধারিত দেশসমূহ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে, মুচলেকা প্রদান করে যে, উক্ত পণ্যের মূল্য এইরূপ সংশোধন করা হইবে যাহার ফলে ডাম্পিংজনিত স্বার্থহানি দূরীভূত হইবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় অথবা রপ্তানিকারক ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তদন্ত সম্পন্ন করিতে ও উহার রিপোর্ট প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ডাম্পিং ও স্বার্থহানি প্রাথমিকভাবে নিরূপণের পূর্বে উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এর অধীন মূল্য বৃদ্ধির নিমিত্তে রপ্তানিকারক কর্তৃক প্রদত্ত কোন মুচলেকা গৃহীত হইবে না।

(৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, রপ্তানিকারক প্রদত্ত মুচলেকা গ্রহণ অবাস্তব অথবা অন্য কোন কারণে গ্রহণ করা সমীচীন মনে না করিলে, উক্ত মুচলেকা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে।

(৪) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ মুচলেকা গ্রহণ এবং তদন্ত স্থগিত বা অবসানের বিষয়টি সরকারকে অবহিত করিবে এবং এই সম্পর্কে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারী করিবে, উক্ত গণবিজ্ঞপ্তিতে, অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে, মুচলেকার অগোপনীয় অংশের উল্লেখ থাকিবে।

(৫) যে ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুচলেকা গৃহীত হইয়াছে সেইক্ষেত্রে মুচলেকার মেয়াদ বৈধ থাকা পর্যন্ত সরকার আইনের section 18B এর sub-section (2) এর অধীন শুল্ক আরোপ হইতে বিরত থাকিতে পারিবে।

(৬) যে ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন মুচলেকা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ রপ্তানিকারককে মুচলেকার শর্তসমূহ পালন সম্পর্কে সময় সময় প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করার নির্দেশ প্রদান ও সংশ্লিষ্ট উপাত্ত নিরীক্ষা করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মুচলেকার শর্ত ভঙ্গ করা হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সেই সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করিবে এবং *[এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করিবে। এই সকল ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে সাময়িক শুল্ক আরোপ করার বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করিতে পারিবে]।

(৭) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ নিজস্ব উদ্যোগে, অথবা সংশ্লিষ্ট পণ্যের আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা অন্য কোন আগ্রহী পক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে, মুচলেকা অব্যাহত রাখার বিষয় সময় সময় পুনর্বিবেচনা করিবে।

১৬। **আগ্রহী পক্ষের শুনানী গ্রহণ।**—দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, উহার চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদানের পূর্বে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকল আগ্রহী পক্ষকে শুনানী দানের সুযোগ প্রদান করিবে।

১৭। **চূড়ান্ত রিপোর্ট।**—(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তদন্ত আরম্ভ করার এক বৎসরের মধ্যে তদন্তাধীন পণ্য ডাম্পিং হইয়াছে কিনা তাহা নির্ধারণ করিবে এবং সরকারের নিকট উহার চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করিবে, উক্ত রিপোর্টে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের উল্লেখ থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) পণ্যটির রপ্তানি মূল্য, স্বাভাবিক মূল্য এবং ডাম্পিং এর মাত্রা ;

(খ) নির্ধারিত দেশসমূহ হইতে পণ্যটি বাংলাদেশে আমদানি করার ফলে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পের বাস্তব স্বার্থহানির কারণ অথবা স্বার্থহানির আশংকা অথবা বাংলাদেশে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠায় বাস্তব অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে কিনা;

(গ) যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ডাম্পিংকৃত পণ্য ও স্বার্থহানির মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ;

(ঘ) ভূতাপেক্ষ শুল্ক আরোপের প্রয়োজন আছে কিনা, থাকিলে উহার কারণ ও আরোপ করার তারিখ;

(ঙ) যে পরিমাণ শুল্ক আরোপ করা হইলে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি দূরীভূত হইবে তৎসম্পর্কে সুপারিশ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে উল্লেখিত সময়সীমা ছয় মাস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বিধি ১৫ এর অধীন মূল্য সম্পর্কিত মুচলেকা গ্রহণ করতঃ তদন্ত স্থগিত করিয়া পরবর্তীতে মুচলেকার শর্ত ভঙ্গ করার কারণে পুনরায় তদন্ত শুরু করিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে যে সময়ের জন্য তদন্ত স্থগিত ছিল তাহা এক বছরের সময়সীমা গণনার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(২) চূড়ান্ত রিপোর্ট ইতিবাচক হইলে উহাতে প্রকৃত ঘটনা, সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলী এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার কারণ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যসহ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) সরবরাহকারীদের অথবা, অসম্ভব হইলে, সরবরাহকারী দেশসমূহের নাম;

(খ) শুল্কায়নের জন্য পণ্যের পর্যাপ্ত বিবরণ;

(গ) ডাম্পিং এর স্থিরিকৃত মাত্রা এবং রপ্তানি মূল্য ও স্বাভাবিক মূল্য স্থিরকরণ ও তুলনার জন্য অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ সম্পর্কিত পূর্ণ বিবরণ;

(ঘ) স্বার্থহানি নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ; এবং

(ঙ) স্বার্থহানি নিরূপিত হওয়ার প্রধান কারণ।

(৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তদন্তাধীন পণ্যের জ্ঞাত রপ্তানিকারক ও উৎপাদনকারীর জন্য ডাম্পিং এর পৃথক পৃথক মাত্রা নির্ধারণ করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক, উৎপাদনকারী, আমদানিকারক অথবা পণ্যের প্রকার এত বেশী যে তাহাদের জন্য ডাম্পিং এর পৃথক পৃথক মাত্রা নির্ধারণ সম্ভব নহে, সেই সকল ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উহার রিপোর্টে পরিসংখ্যানগত বৈধ নমুনায়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত যুক্তিসঙ্গত সংখ্যক আগ্রহী পক্ষ বা পণ্যে, অথবা সংশ্লিষ্টদেশের রপ্তানির বৃহত্তম অংশে যাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে তদন্ত করা সম্ভব সীমিত রাখিতে পারিবে, এবং এই শর্তাংশের অধীন রপ্তানিকারক, উৎপাদনকারী বা পণ্যের প্রকার নির্বাচন যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক, উৎপাদনকারী ও আমদানিকারকদের সহিত পরামর্শক্রমে করিতে হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যে সকল ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারীর সংখ্যা এত বেশী যে, তাহাদের বিষয় পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষা করা অত্যধিক কষ্টসাধ্য এবং সময়মত তদন্ত সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ সেই সকল ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে, প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত না হইলেও, সময়মত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানকারী প্রত্যেক রপ্তানিকারক ও উৎপাদনকারীর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ডাম্পিং এর পৃথক পৃথক মাত্রা নির্ধারণ করিবে।

(৪) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উহার চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়া একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারী করিবে।

১৮। **শুল্ক আরোপ।**—(১) বিধি ১৭ এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের তিন মাসের মধ্যে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, চূড়ান্ত রিপোর্টের আওতাভুক্ত পণ্য বাংলাদেশে আমদানির উপর ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে, এবং উক্ত শুল্কের পরিমাণ বিধি ১৭ এর অধীন নির্ধারিত ডাম্পিং এর মাত্রার অধিক হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের রপ্তানির পরিমাণ হইতে একটি ভগ্নাংশ নির্বাচন করিয়াছে সেই ক্ষেত্রে যে সকল রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারী পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তাহাদের আমদানির উপর ডাম্পিং বিরোধী শুল্কের পরিমাণ নিম্নবর্ণিত অপেক্ষা বেশী হইবে না, যথা ঃ—

(ক) নির্বাচিত রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে নিরূপিত গুরুত্বভিত্তিক গড় ডাম্পিং এর মাত্রা; অথবা

(খ) যে ক্ষেত্রে ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক পরিশোধের দায় সম্ভাব্য স্বাভাবিক মূল্যের ভিত্তিতে নিরূপিত, সেই ক্ষেত্রে নির্বাচিত রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারীদের গুরুত্বভিত্তিক গড় স্বাভাবিক মূল্য এবং পৃথকভাবে অপরীক্ষিত রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারীদের রপ্তানি মূল্যের পার্থক্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোন শূন্য পার্থক্য এবং রপ্তানি মূল্যের দুই শতাংশের কম পার্থক্য এবং বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৮) এ বর্ণিত পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত পার্থক্য সরকার অগ্রাহ্য করিবে; যে রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারী পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই কিন্তু বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (৩) এর দ্বিতীয় শর্তাংশের অধীন প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করিয়াছে তাহার রপ্তানীর ক্ষেত্রে সরকার পৃথকভাবে শুল্ক আরোপ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, যে ক্ষেত্রে বিধি ২ এর দফা (খ) এর শর্তাংশ অনুযায়ী কোন স্থানীয় শিল্পের ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকায় রপ্তানিকারকদের ডাম্পিংকৃত মূল্যে রপ্তানি বন্ধ করার সুযোগ দানের পর অথবা প্রকারান্তরে বিধি ১৫ অনুযায়ী মুচলেকা প্রদানের ক্ষেত্রে উহা তাড়াতাড়ি প্রদান করা না হইলেই কেবল শুল্ক আরোপ করা যাইবে, এবং এই সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যে সকল উৎপাদনকারী সংশ্লিষ্ট এলাকায় পণ্য সরবরাহ করে তাহাদের পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করা যাইবে না।

(৪) যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত রিপোর্ট নেতিবাচক হয়, অর্থাৎ যে প্রমাণাদির ভিত্তিতে তদন্ত আরম্ভ করা হইয়াছিল উহাদের বিপরীত হয়, তবে সরকার বিধি ১৭ এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে ইতোপূর্বে কোন সাময়িক শুল্ক আরোপ করা হইয়া থাকিলে উহা প্রত্যাহার করিবে।

১৯। **বৈষম্যহীন ভিত্তিতে শুল্ক আরোপ।**—বিধি ১৩ এর অধীন যে কোন সাময়িক শুল্ক অথবা বিধি ১৮ এর অধীন যে কোন ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক বৈষম্যহীন ভিত্তিতে আরোপিত হইবে এবং, যে সকল সূত্র হইতে আমদানির ক্ষেত্রে বিধি ১৫ অনুযায়ী মুচলেকা গ্রহণ করা হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্র ব্যতীত, উহা যে কোন সূত্র হইতেই পণ্য ডাম্পিং করা হউক না কেন এবং, যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি করুক না কেন, উক্ত পণ্যের সকল আমদানির উপর আরোপিত হইবে।

২০। **শুল্ক বলবৎ হওয়ার তারিখ।**– (১) বিধি ১৩ ও ১৮ এর অধীন আরোপিত ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক সরকারী গেজেটে প্রকাশের দিন হইতে বলবৎ হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহাই থাকুক না কেন,—

(ক) যে ক্ষেত্রে সাময়িক শুল্ক আরোপ করা হইয়াছে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির আশংকা প্রকাশ করিয়া চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করিয়াছে এবং অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, সাময়িক শুল্ক আরোপ করা না হইলে ডাম্পিংকৃত আমদানি উক্ত স্বার্থহানির কারণ হইবে, সেই ক্ষেত্রে ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক সাময়িক শুল্ক আরোপ করার তারিখ হইতে আরোপ করা যাইবে;

(খ) আইনের section ১৮ই এর sub-section (3) এ বর্ণিত পরিস্থিতিতে সাময়িক শুল্ক আরোপের তারিখের নব্বই দিন পূর্ববর্তী তারিখ হইতে ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা প্রদান করিয়া ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তদন্ত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে দেশীয় ব্যবহারের জন্য পৌঁছিয়া গিয়াছে এইরূপ কোন আমদানির উপর ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা প্রদান করিয়া কোন শুল্ক আরোপ করা যাইবে না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত মূল্য বিষয়ক মুচলেকা লংঘনের ক্ষেত্রে উক্ত মুচলেকার শর্ত লংঘনের পূর্বে দেশীয় ব্যবহারের জন্য পৌঁছিয়াছে এইরূপ আমদানির উপর ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা প্রদান করিয়া কোন শুল্ক আরোপ করা যাইবে না।

২১। **শুল্ক প্রত্যর্পণ।**—(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক আরোপিত ডাম্পিং বিরোধি শুল্কের পরিমাণ যদি ইতোপূর্বে আরোপিত এবং আদায়কৃত সাময়িক শুল্ক অপেক্ষা অধিকতর হয়, তবে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যের পরিমাণ আমদানিকারকের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে না।

(২) যদি তদন্ত সমাপ্তির পর নির্ধারিত ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক ইতোপূর্বে আরোপিত এবং আদায়কৃত সাময়িক শুল্ক অপেক্ষা কম হয়, তবে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যের পরিমাণ আমদানিকারককে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

(৩) সরকার কর্তৃক আরোপিত সাময়িক শুল্ক যদি বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (৪) অনুসারে প্রত্যাহার করা হয় তাহা হইলে ইতিপূর্বে কোন সাময়িক শুল্ক আরোপ ও আদায় করা হইয়া থাকিলে উহা আমদানিকারককে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

২২। **মূল তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই এইরূপ রপ্তানিকারকদের জন্য ডাম্পিং এর মাত্রা।**—(১) যদি কোন পণ্য ডাম্পিং বিরোধী শুল্কাধীন হয়, তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক দেশের যে সকল রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারী তদন্তকালীন সময়ে বাংলাদেশে উক্ত পণ্য রপ্তানি করে নাই তাহাদের ডাম্পিং এর পৃথক পৃথক মাত্রা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময় পুনর্বিবেচনা করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই সকল রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহারা রপ্তানীকারক দেশের কোন ডাম্পিং বিরোধী শুল্কাধীন পণ্যের রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারীর সহিত জড়িত নহে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত পুনর্বিবেচনাকালে সরকার উক্ত উপ-বিধিতে উল্লেখিত কোন রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারীর উপর আইনের section 18B এর sub-section (1) এর অধীন ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে অনুরূপ ক্ষেত্রে সাময়িক শুল্কায়ন করিতে এবং আমদানিকারকের নিকট ব্যাংক গ্যারান্টি চাহিতে পারিবে, এবং যদি পুনর্বিবেচনার ফলে উক্ত পণ্য অথবা রপ্তানিকারকের ক্ষেত্রে ডাম্পিং নিরূপিত হয়, তাহা হইলে সরকার উক্ত পুনর্বিবেচনা আরম্ভ করার তারিখ হইতে ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা প্রদান করিয়া শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে।

২৩। **পুনর্বিবেচনা।**—(১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, সময় সময় ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আরোপ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা পুনর্বিবেচনা করিবে এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যদি মনে করে যে এইরূপ শুল্ক আরোপ অব্যাহত রাখার কোন যৌক্তিকতা নাই তবে সরকারের নিকট উহা প্রত্যাহারের সুপারিশ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পুনর্বিবেচনা উহা আরম্ভ করার অনধিক বারো মাসের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে।

(৩) বিধি ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ এর বিধানসমূহ, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে, পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৪। **ডাম্পিং এর ফলে তৃতীয় দেশের স্বার্থহানি।**—(১) বাংলাদেশে ডাম্পিং এর ফলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation) এর অন্য কোন সদস্য দেশের স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানির অভিযোগ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তদন্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তদন্তের ক্ষেত্রে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ Final Act of Uruguay Round Multilateral Trade Negotiations এ সন্নিবেশিত Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade, 1994 এর Article 14 এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

পরিশিষ্ট -১

(বিধি ১০ দ্রষ্টব্য)

ডাম্পিংকৃত পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য, রপ্তানি মূল্য এবং ডাম্পিং এর মাত্রা নিরূপণের নীতিমালা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ডাম্পিংকৃত পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য, রপ্তানি মূল্য এবং ডাম্পিং এর মাত্রা নিরূপণের ক্ষেত্রে, অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে, নিম্ন বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করিবে, যথা ঃ—

(১) স্বাভাবিক মূল্য নিরূপণ প্রসংগে উল্লেখিত খরচের উপাদানসমূহ সাধারণভাবে তদন্তাধীন বিক্রেতা অথবা উৎপাদনকারীর হিসাবপত্রের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ হিসাবপত্র রপ্তানিকারক দেশের হিসাবপত্র রক্ষণের জন্য সাধারণভাবে গৃহীত নীতিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উক্ত হিসাবপত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের সহিত জড়িত ব্যয় যুক্তিসংগতভাবে প্রতিফলিত হইতে হইবে।

(২) রপ্তানিকারক দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে অথবা তৃতীয় দেশে অনুরূপ পণ্য প্রশাসনিক ও বিক্রয় সংক্রান্ত এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যয়সহ একক উৎপাদন ব্যয় (স্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল) অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করা হইলে উহা বাণিজ্যিক মূল্য নির্ধারণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলিয়া বিবেচিত হইবে না। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিক মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে এইরূপ বিক্রয়কে অগ্রাহ্য করিতে পারিবে যদি সাব্যস্ত হয় যে,—

(ক) এইরূপ বিক্রয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এবং একটি যুক্তিসংগত সময়ের (অন্যূন ছয় মাসের) মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে পণ্যের গুরুত্বভিত্তিক গড় বিক্রয় মূল্য পণ্যের গুরুত্বভিত্তিক একক গড় উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম অথবা যে ক্ষেত্রে পণ্যের একক মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয়ের পরিমাণ বিবেচনাধীন লেনদেনের পরিমাণের অন্যূন কুড়ি শতাংশ, এবং

(খ) পণ্যগুলি এইরূপ মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে যাহাতে একটি যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে সকল খরচ আদায়ের সম্ভাবনা নাই; উল্লেখিত মূল্যে একটি যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে সকল ব্যয় আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে যদি তদন্তকালীন সময়ে উহা গুরুত্বভিত্তিক গড় একক ব্যয়ের উর্দ্ধে হয়, যদিও বিক্রয়কালীন সময়ে উহা একক ব্যয়ের নীচে ছিল।

(৩) (ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তদন্তকালে যথাযথভাবে ব্যয় বিভাজন সংক্রান্ত প্রাপ্ত সকল প্রমাণাদি বিবেচনা করিবে, রপ্তানিকারক অথবা উৎপাদনকারী প্রদত্ত বিভাজনও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যদি এইরূপ বিভাজন রপ্তানিকারক অথবা বিক্রেতা ঐতিহাসিকভাবে যথাযথ ঋণ পরিশোধ ও অবচয় সময়সীমা এবং মূলধনী ব্যয় ও অন্যান্য উন্নয়ন ব্যয়ের ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

(খ) অনুচ্ছেদ (১) এবং উপ-অনুচ্ছেদ (ক) এ বর্ণিত ব্যয় বিভাজনে প্রতিফলিত না হইয়া থাকিলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ চলতি উৎপাদনের সহায়ক অ-পৌনপৌনিক খাতের সকল ব্যয় অথবা যে পরিস্থিতিতে তদন্তাধীন সময়ের ব্যয় উৎপাদন আরম্ভ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে তজ্জন্য যথাযথ সমন্বয় করিবে।

(৪) আইনের Section 18B এর Sub-section (1) এ বর্ণিত প্রশাসনিক, বিক্রয় ও সাধারণ খরচ এবং মুনাফার পরিমাণ তদন্তাধীন রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারী কর্তৃক অনুরূপ পণ্যের সাধারণ বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদন ও বিক্রয় সংক্রান্ত প্রকৃত উপাত্তের ভিত্তিতে নির্ণীত হইবে; যে ক্ষেত্রে অনুরূপ ভিত্তিতে উক্ত পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব নহে, সেই ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ভিত্তিতে উহা নির্ধারিত হইবে, যথা ঃ–

(ক) উৎস দেশের স্থানীয় বাজারে একই সাধারণ শ্রেণীভুক্ত পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিবেচনাধীন রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারী কর্তৃক ব্যয়িত ও আদায়কৃত প্রকৃত পরিমাণ;

(খ) উৎস দেশের স্থানীয় বাজারে অনুরূপ পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তদন্তাধীন অন্যান্য রপ্তানিকারক ও উৎপাদনকারী কর্তৃক ব্যয়িত ও আদায়কৃত প্রকৃত পরিমাণের গুরুত্বভিত্তিক গড়; অথবা

(গ) অন্য যে কোন যুক্তিসংগত পদ্ধতি, তবে উহা দ্বারা মুনাফার যে পরিমাণ নির্ধারিত হইবে তাহা উৎস দেশের স্থানীয় বাজারে একই সাধারণ শ্রেণীভুক্ত পণ্যের বিক্রয় হইতে রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারী কর্তৃক স্বাভাবিকভাবে আহরিত মুনাফা অপেক্ষা বেশী হইবে না।

(৫) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরূপিত রপ্তানি মূল্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে আমদানি ও পুনঃবিক্রয়ের মধ্যে শুল্ক ও করসহ ব্যয় এবং মুনাফার জন্য প্রয়োজনীয় ছাড় প্রদান করিবে।

(৬) (ক) ডাম্পিং এর মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ রপ্তানি মূল্য ও স্বাভাবিক মূল্যের মধ্যে একটি সংগত তুলনা করিবে; এই তুলনা বাণিজ্যের একই পর্যায়ে, স্বাভাবিকভাবে কারখানা অতিক্রান্ত পর্যায়ে এবং যথাসম্ভব কাছাকাছি সময়ের বিক্রয়ের মধ্যে হইতে হইবে; প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বানুসারে, বিক্রয়ের অবস্থা এবং শর্তের মধ্যে পার্থক্য, করারোপ, বাণিজ্যের পর্যায়, পরিমাণ, অবয়বগত বৈশিষ্ট্য এবং অন্য যে কোন পার্থক্য যাহা মূল্যের তুলনাকে প্রভাবিত করে বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে তজ্জন্য যথাযথ ছাড় প্রদান করিতে হইবে।

(খ) যে ক্ষেত্রে রপ্তানি মূল্য একটি নির্ণীত মূল্য, সেই ক্ষেত্রে বাণিজ্যের সমপর্যায়ে স্বাভাবিক মূল্য প্রতিষ্ঠার পরই কেবলমাত্র এইরূপ তুলনা করা হইবে।

(গ) যে ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন তুলনার জন্য মুদ্রা বিনিময়ের প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে অনুরূপ বিনিময়ের জন্য বিক্রয়ের দিন প্রযোজ্য বিনিময় হার ব্যবহার করিতে হইবে, তবে যে ক্ষেত্রে রপ্তানি বিক্রয় আগাম বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার বিক্রয়ের সহিত সরাসরি জড়িত সেই ক্ষেত্রে আগাম বিক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য বিনিময় হার ব্যবহৃত হইবে; বিনিময় হারের উঠা নামা উপেক্ষা করা হইবে এবং তদন্তের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদের তদন্ত কালীন সময়ে বিনিময় হারের ক্রমাগত পরিবর্তন প্রতিফলিত করিয়া রপ্তানি মূল্য সমন্বয়ের জন্য অনধিক ষাট দিন সময় দেওয়া হইবে।

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের তুলনা সংক্রান্ত বিধানাবলী সাপেক্ষে, তদন্তকালীন পর্যায়ে ডাম্পিং এর মাত্রার অস্তিত্ব সাধারণতঃ লেনদেন হইতে লেনদেনের ভিত্তিতে গুরুত্বভিত্তিক গড় স্বাভাবিক মূল্য এবং রপ্তানি মূল্যের তুলনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে; গুরুত্বভিত্তিক গড়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক মূল্য রপ্তানি লেনদেন মূল্যের সহিত তুলনা করা যাইবে, যদি কোন রপ্তানি মূল্যের ধরণে দেখা যায় যে, উহা বিভিন্ন ক্রেতার মধ্যে, অঞ্চল অথবা সময়ভেদে উল্লেখযোগ্যভাবে বিভিন্ন, এবং যদি ব্যাখ্যা করা যায় যে, কেন গুরুত্বভিত্তিক হইতে গুরুত্বভিত্তিক গড় অথবা লেনদেন হইতে লেনদেনভিত্তিক গড় ব্যবহারপূর্বক যথাযথভাবে উক্ত পার্থক্য তুলনার ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা যাইবে না।

পরিশিষ্ট - ২

[বিধি ১১(২) দ্রষ্টব্য]

স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি নিরূপণের নীতিমালা

স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি বা স্বার্থহানির প্রতি হুমকি অথবা উক্ত শিল্প স্থাপনে অন্তরায় (অতঃপর স্বার্থহানি বলিয়া অভিহিত) এবং ডাম্পিংকৃত পণ্য ও স্বার্থহানির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্রে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে, নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করিবে, যথা ঃ—

(ক) স্বার্থহানি নিরূপণের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয় দুইটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, যথা ঃ—

(অ) ডাম্পিংকৃত আমদানির পরিমাণ এবং স্থানীয় বাজারে অনুরূপ পণ্যের মূল্যের উপর ডাম্পিংকৃত আমদানির প্রভাব; এবং

(আ) উক্ত পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনকারীদের উপর ডাম্পিংকৃত আমদানির প্রভাব।

(খ) ডাম্পিংকৃত আমদানির পরিমাণ পরীক্ষার ক্ষেত্রে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত আমদানি যথার্থই অথবা বাংলাদেশে উৎপাদন ও ভোগের তুলনায়, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে কি-না তাহা বিবেচনা করিবে, এবং বাজার মূল্যের উপর ডাম্পিংকৃত আমদানির প্রভাব নিরূপণের ক্ষেত্রে, উক্ত কর্তৃপক্ষ ডাম্পিংকৃত আমদানির ফলে বাংলাদেশের অনুরূপ পণ্যের মূল্যের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে কি-না অথবা অন্য কোনভাবে মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্নগামী হইয়াছে কি-না অথবা মূল্যের ঊর্ধ্বগামিতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ব্যাহত হইয়াছে কি-না তাহা বিবেচনা করিবে।

(গ) যে ক্ষেত্রে একাধিক দেশ হইতে আমদানিকৃত কোন পণ্য যুগপৎভাবে ডাম্পিং বিরোধী তদন্তের অধীন, সেই ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কেবল নিম্নবর্ণিত অবস্থায় উক্ত আমদানির ক্রমপুঞ্জিত প্রভাব মূল্যায়ন করিবে, যথা ঃ—

(অ) প্রতিটি দেশ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে ডাম্পিং-এর মাত্রা রপ্তানি মূল্যের দুই শতাংশের বেশী এবং প্রতিটি দেশ হইতে আমদানির পরিমাণ অনুরূপ পণ্যের মোট আমদানির তিন শতাংশ, অথবা যেখানে কোন একক দেশের রপ্তানি তিন শতাংশের কম, সেখানে সম্মিলিত আমদানি অনুরূপ পণ্যের মোট আমদানির সাত শতাংশের অধিক; এবং

(আ) আমদানির প্রভাবের ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন আমদানিকৃত পণ্য ও অনুরূপ স্থানীয় পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় শিল্পের উপর ডাম্পিংকৃত আমদানির প্রভাব পরীক্ষাকালে সকল প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক বিষয় সূচক, যাহা শিল্পের অবস্থাকে প্রভাবিত করে, যেমন বিক্রির *[প্রকৃত এবং সম্ভাব্য] হ্রাস, মুনাফা, উৎপাদন, বাজারের শেয়ার, উৎপাদনশীলতা, বিনিয়োগের উপর আয়, উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার, স্থানীয় মূল্যের উপর প্রভাবশীল বিষয়সমূহ; ডাম্পিং এর মাত্রা ও প্রসার; নগদ প্রবাহের উপর প্রকৃত ও সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব, মওজুত, কর্মসংস্থান, মজুরী, প্রবৃদ্ধি এবং মূলধনী বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষমতা বিবেচনায় রাখিতে হইবে।

(ঙ) ইহা অবশ্যই প্রদর্শিত হইতে হইবে যে, ডাম্পিংকৃত আমদানি, ডাম্পিং এর প্রভাবের মাধ্যমে, দফা (খ) ও (ঘ) তে বর্ণিত উপায়ে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি ঘটাইতেছে; দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপিত সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি পরীক্ষার মাধ্যমে ডাম্পিংকৃত আমদানি ও স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারিত হইতে হইবে; দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ডাম্পিংকৃত আমদানি ছাড়াও অন্যান্য জ্ঞাত যে সকল বিষয় একই সময়ে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি ঘটাইতেছে তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, এবং ঐ সকল বিষয়জনিত স্বার্থহানির জন্য ডাম্পিংকৃত আমদানিকে দায়ী করিবে না; যে সকল বিষয় এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হইতে পারে তাহা হইল, অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে, ডাম্পিংকৃত মূল্যে বিক্রীত নহে এইরূপ আমদানির মূল্য ও পরিমাণ, চাহিদার সংকোচন অথবা ভোগের প্রকৃতির পরিবর্তন, স্থানীয় ও বিদেশী উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং বাণিজ্য নিরুৎসাহমূলক কার্যকলাপ, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও রপ্তানি সাফল্য এবং স্থানীয় শিল্পের উৎপাদনশীলতা।

(চ) ডাম্পিংকৃত আমদানির প্রভাব অনুরূপ পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করিতে হইবে যখন উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদকের বিক্রয় ও মুনাফার ন্যায় মানদন্ডের ভিত্তিতে উক্ত উৎপাদনকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায়; যদি উক্ত উৎপাদনকে অনুরূপ স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা না যায় তাহা হইলে অনুরূপ পণ্য অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে এইরূপ সর্বাপেক্ষা সংকীর্ণ পণ্যগোষ্ঠী বা পণ্য শ্রেণীর ভিত্তিতে ডাম্পিংকৃত আমদানির প্রভাব মূল্যায়ন করিতে হইবে।

(ছ) প্রকৃত স্বার্থহানির হুমকি তথ্যের ভিত্তিতে নির্ণয় করিতে হইবে, শুধু অভিযোগ, অনুমান বা সুদূর সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে নহে; যে পরিস্থিতি পরিবর্তনের কারণে ডাম্পিং দ্বারা স্বার্থহানির অবস্থা সৃষ্টি হইবে তাহা আশু এবং সুস্পষ্টভাবে দূরদৃষ্ট হইতে হইবে; স্বার্থহানির হুমকির অস্তিত্ব নিরূপণের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিও বিবেচনা করিবে, যথা ঃ—

(অ) বাংলাদেে ডাম্পিংকৃত আমদানির উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি যাহা অধিক পরিমাণ বর্ধিত আমদানির সম্ভাবনা নির্দেশ করে;

(আ) রপ্তানিকারকের যথেষ্ট অবাধে হস্তান্তরযোগ্য অথবা আশু উল্লেখযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি যাহা বাংলাদেশের বাজারে অধিকতর ডাম্পিংকৃত রপ্তানির সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে এবং এই ক্ষেত্রে অন্যান্য রপ্তানি বাজার কর্তৃক অতিরিক্ত রপ্তানি আত্মীকরণের ক্ষমতাও বিবেচনা করিতে হইবে;

(ই) আমদানিকৃত পণ্য এইরূপ মূল্যে আনীত হইতেছে কি-না যাহা স্থানীয় মূল্যের উপর উল্লেখযোগ্য মন্দাভাব বা নিম্নগামী প্রভাব সৃষ্টি করে এবং যাহা আরও আমদানির চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারে।

(ঈ) তদন্তাধীন পণ্যের মওজুত।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষর/-

(ডঃ সা'দত হুসাইন)

ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব।

* এস.আর.ও নং ৩১৬-আইন/২০০২/১৯৭৮/শুল্ক, তারিখ ১৬/১১/২০০২ ইংরেজী দ্বারা সংশোধিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬-০৮-১৪০২ বাং/ ৩০-১১-১৯৯৫ ইং।

এস,আর,ও নং ২১০-আইন/৯৫/১৬৪৩/শুল্ক।—বহিঃ শুল্ক (ডাম্পকৃত পণ্যের সনাক্তকরণ, শুল্কায়ন ও ডাম্পিং বিরোধী শুল্ক আদায় এবং স্বার্থহানি নিরূপণ) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানকে, উক্ত বিধিমালার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষর/-

(ডঃ সা'দত হুসাইন)

ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব।